একই রকম তিনটি ঘটনা

আশীষ বাবলু

‘এক’

আবুল হাশেমের কথা দিয়েই শুরু করছি। অনেকেই হয়তো ভাবছেন উনি কে? বাংলাদেশের ছেলে আবুল হাশেম একটা অবাক করার মতই ঘটনা ঘটিয়েছেন। পৃথিবী জুড়ে মানুষহত্যার অস্ত্র তৈরীর যখন দৌড় চলছে তখন আমাদের আবুল হাশেম এমন একটি যন্ত্র আবিস্কার করেছেন যাদিয়ে ১৫০ মিলিয়ন মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো যাবে।

তৃতীয় বিশ্বের এক বিশাল জনগোষ্টী প্রতিদিন জলের সাথে খাচ্ছে অদৃশ্য এক বিষ। আদৃশ্য বললাম এই জন্য যে এ বিষের কোনো রং নেই, গন্ধ নেই, স্বাদ নেই, অথচ এ বিষ খুব আল্প দিনের মধ্যে মানুষকে মৃত্যুর হাতে ঠেলে দেয়। বিষটির নাম ‘আর্সেনিক’।

আবুল হাশেম আমেরিকার ভার্জেনিয়ার জজ মেসন বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমেস্ট্রির অধ্যাপক। সে খুব সহজ পদ্ধতিতে এই বিষের হাত থেকে রক্ষা পাবার একটা যন্ত্র আবিস্কার করেছেন। যন্ত্রটি খুবই সাধারন তবে খুবই কাজের। কিছু বালি, কয়লা, ভাঙ্গা ইটের টুকরো দিয়ে তৈরী করেছেন একটি ফিলটার, যার সাহায্যে সহজেই ঐ বিষের সাথে মোকাবেলা করা যাবে। ঐ সহজ সরল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষাকারী আবিস্কারটি বিশ্বের বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

আমেরিকার ন্যাশনাল একাডেমী অফ ইঞ্জিনিয়ারিং আবুল হাশেমকে দিয়েছে শ্রেষ্ঠ আবিস্কারকের পদক যার মূল্য এক মিলিয়ন ডলার। ভারত, নেপাল,আফ্রিকার বেশ কিছু দেশ আবুল হাশেমের জীবনদানকারী এই ফিলটারটি ব্যাবহার করে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচাবার কাজ এরই মধ্যে শুরু করে দিয়েছে।

‘দুই’

এবার লিখছি একজন টোকাই এর গল্প। শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর অনেক দেশেই টোকাই রয়েছে। একজন কেরানীর ছেলে কখনো সখনো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হলেও হতে পারে কিন্তু একজন রিকশাওয়ালা, মুচি, মেথরের ছেলে প্রফেসার কিম্বা ব্যারিস্টার হয়েছে এমন কাহিনী কমই শোনা য়ায়। একজন টোকাই যার ঘরবাড়ী দূড়েথাক মা-বাবার খবরও ঠিকমতো জানা নেই সে বড় হয়ে কি করতে পারে? যদি বাস কন্ট্রাকটার হয়, যদি অপিসের পিয়ন হয়, যদি কোনক্রমে একটা মুদিদোকানের মালিক হয় তবে আমরা বলবো ছেলেটা খুব ভালো উন্নতি করেছে,তাইনা? তবে একজন টোকাই যদি নোবেল পুরস্কার পায় তবে আমাদের হতবাক হতেই হবে। হ্যাঁ ঠিক এমন ঘটনাই ঘটেছে এবছর। মেডিসিনে যে মানুষটি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি শৈশবে টোকাই ছিলেন। নাম ম্যারিও ক্যাপেচি। চার বছর যখন বয়স তখন তাঁর মাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। সেইথেকে সে রাস্তায় ফল, রুটি চুরি করে খেয়েছে, রুমাল ফেরী করে ফুটপাতে রাত কাটিয়েছে। একদিন দুদিন নয়, আটটি বছর। মা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তাঁকে খুঁজে পায় ইতালির রাস্তায়। মা ছেলেকে নিয়ে চলে আসে আমেরিকায়। তারপরের ঘটনাতো ইতিহাস। ট্যাইম ম্যাগাজিন লিখেছে-অলিভার টুইস্টের সাথে আইনস্টাইনের দেখা হলো।

‘তিন’

এবার বলবো অস্ট্রেলিয়ার ম্যাইক্যালের গল্প। ছোটখাটো চেহারার ম্যাইক্যাল কোন কিছুতেই সুবিধা করে উঠতে পারছিলনা। লেখাপড়ায় হায়ার সেকেন্ডারী পর্য্যন্ত পৌছাতে পাড়েনি। সমস্ত বছর জুড়ে নাকে শর্দ্দি। সমূদ্রে সার্ফ করার সখ ছিল, তবে জলে নামলেই কানে ইনফেকশন। একটা কাঠের ফ্যাক্টরীতে কার্পেনটার হবার এপ্রেন্টিস মিলেছিল, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মালিক দিয়েছে তাড়িয়ে। কাঠের টুকরো গুলোর ওজন ৫০ কিলো আর ম্যাইক্যালের ওজন ৪৫কিলো। ওতো আর পিপড়ে নয় যে নিজের ওজনের চাইতে বেশী ভার বইবে!
এক বন্ধু বুদ্ধি দিল, তুই ঘোড়ায় চড়া সেখ। ম্যাইক্যালের স্কুল মাস্টার বাবা ছেলের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বললেন - ঘোড়ার লাথি খেয়ে জীবন দেবার ব্যাবস্থা পাঁকাপাঁকি করছো দেখছি।
অন্যদশটা যুবকের মতো বাবা যখন না করছেন তখন সেটাই করতে হবে বলে উঠে পড়ে লাগলো সে ঘোড়ায় চড়া শিখতে। ম্যাইক্যালের বয়স তখন ১৭। আট বছর পর এ বছরের নভেম্বরের ৬ তারিখ ৩ টার সময় ম্যাইক্যাল নাম লেখালো অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে।
অস্ট্রেলিয়ায় যারা থাকেন মেলবোর্ন কাপের ব্যাপারটা নিশ্চই জানেন। ঐ ঘোড়দৌড়ের সময় সমস্ত দেশ দূপূর তিনটার সময় থেমে যায়। এবারের মেলবোর্ন কাপে বিজয়ী ঘোড়া ‘ইফিসিয়েন্ট‘’ এর চালক ছিল ম্যাইক্যাল রড। অকর্মন্য ম্যাইক্যাল করেছে অসাধ্য সাধন। সে এখন সেলিব্রেটি, কিংবদন্তি, মিলিয়ন ডলারের মালিকতো বটেই।

‘শেষ কথা’

আমাদের অনেকের ভেতরই প্রচ্ছন্ন একটা শক্তি ঘুমিয়ে থাকে। সেটা জাগিয়ে তুলতে পারলেই আদ্ভুত ঘটনা ঘটে যায়। মানুষ চিরদিন শ্রেষ্ট। তার ক্ষমতা তুলনাহীন। আজকাল অনেকেই বলে একটা কম্পিউটার একশ জন মানুষের কাজ করতে পারে। সেটা হয়তো আমার মত মানুষের বেলায় সম্ভব। কিন্তু একজন আবুল হাশেম, একজন মেরিও ক্যাপেচি, একজন ম্যাইক্যাল রড এর কাজ এক হাজার কম্পিউটার মিলেও করতে পারবেনা। এরাই সভ্যতার ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে নিচ্ছে। এদের কথা বলতে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়।

ashisbablu@yahoo.com.au